Study Material for Semester- Vi
Paper – International Relation after 2nd World War
Given By- Suvendu Saha, (Assistant Prof) Dept. of Historty,
Bidhan Chandra College, Asansol

লাতিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম

ভৌগলিক দিক দিয়ে বিচার করলে লাতিন আমেরিকা বলে অভিমত করা হয় দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা কে নিয়ে গঠিত অঞ্চলকে। গুয়াটেমালা, ব্রিটিশ গায়না, কিউবা, পানামা, ডোমিনিকান রিপাবলিক, মেক্সিকো, হাইতি, ইকুয়েডর, উরুগুয়ে, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, চিলি, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস, গ্রেনেভা, সুরিনাম, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, কোস্টারিকা, পেরু ইত্যাদি রাষ্ট্র নিয়ে লাতিন আমেরিকা গঠিত। এই রাষ্ট্রগুলি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী। স্বাভাবিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গুলির লালাসার কেন্দ্র লাতিন আমেরিকা। এক সময় এই দেশ গুলির উপর ছিল স্পেন, পর্তুগাল ফ্রান্সের প্রভুত্ব। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ১৭৭৫-১৮২৫ সালের মধ্যে লাতিন আমেরিকার দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করেছিল। কিন্তু ঐ দেশগুলির উপরে পরবর্তী কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়েছিল।

লাতিন আমেরিকায় যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তার সঙ্গে এশিয়া – আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে প্রকৃতিগত দিক দিয়ে পার্থক্য ছিল। এশিয়া ও আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রাম হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য। কিন্তু লাতিন আমেরিকার সংগ্রাম ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ছিলনা। এই সংগ্রাম ছিল নয়া উপনিবেশবাদী শোষণ ও প্রাধান্যের বিরুদ্ধে। এছাড়া এই সংগ্রাম বিভিন্ন দেশের স্বৈরশাসক এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল।

এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোর মতো লাতিন আমেরিকার দেশগুলির প্রধান সমস্যা হল অর্থনৈতিক। লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। কিন্তু ঐ সম্পদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যাবহার করার মত আর্থিক পরিকাঠামো তাদের ছিল না। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। লাতিন আমেরিকার বহু দেশ মার্কিন লগ্নী ও শোষণের স্বীকার। লাতিন আমেরিকার কাঁচামাল রপ্তানি হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এই কাঁচামাল থেকে উৎপন্ন হওয়া দ্রব্য বিক্রি হয় লাতিন আমেরিকায়। লাতিন আমেরিকা না থাকলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পের এত রমরমা হতো না। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এত সস্তায় ও সহজে সে পেত না। কাঁচামালের প্রতি নজর থেকেই ১৮২৩ সালে ‘মনরো তত্ত্ব’ কার্যকর হয়েছিল। এই তত্ত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে লাতিন

আমেরিকার উপর শোষণ করার সুযোগ এনে দিয়েছিল। এই শোষণের ধারা এখনও বজায় আছে একথা বলাই যায়। এই শোষণের বিরুদ্ধে লাতিন আমেরিকা সংগ্রাম শুরু করেছিল। কৃষির ক্ষেত্রেও মার্কিনী বিনিয়োগ প্রাধান্য পেয়েছিল। কৃষি মার্কিনীদের শোষণের মৃগয়াভূমি। এই ব্যাবস্থার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই সেখানে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়েছিল।

মার্কিনীদের অশুভ প্রভাব কেবলমাত্র লাতিন আমেরিকার অর্থনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, রাজনৈতিক ব্যাবস্থার উপরেও মার্কিনীদের হস্তক্ষেপ পরিস্থিতিকে জটিল করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকায় নিজেদের প্রভাবকে বজায় রাখার জন্য ঐ দেশগুলির রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। মার্কিনীদের দাদাগিরির জন্য লাতিন আমেরিকায় রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল। ১৯৫৪ সালে গুয়াটেমেলায় যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল তার পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল। মার্কিনীদের সম্মতিতেই এখানে সংবিধান সম্মত সরকারের পতন হয়েছিল। একই ভাবে ১৯৫৬ সালে কিউবা সঙ্কটেও মার্কিনীদের ভূমিকা কে অস্বীকার করা যায় না। ১৯৬৫ সালে ডোমেনিকান প্রজাতন্ত্রে মার্কিন নৌবাহিনী হস্তক্ষেপ করেছিল। ১৯৭৩ সালে চিলি সরকারের পতনেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। মার্কিনী মদতে বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, ব্রাজিল প্রভৃতি রাষ্ট্রে একনায়কতন্ত্র শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সামরিক একনায়কতন্ত্র মানবিক স্বাধীনতা কে স্বীকার করে না। সামরিক একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লাতিন আমেরিকার দেশগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং তারা সংগ্রাম পরিচালনা করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করার পর যখন সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক প্রভাব থেকেও নিজেদের মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম শুরু করেছিল তখন লাতিন আমেরিকার দেশ গুলিও তাতে যোগ দিয়েছিল। নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা কণ্ঠ মিলিয়েছিল।